জুলুম

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "জুলুম"। 'যোয়া', 'লাম', 'মিম'তিন অক্ষর হতে ১২টি নির্গত ফরমে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরানুল করীমে ৩১৫ বার এসেছে।

বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে "নির্যাতন করা", "অন্যায় করা", "অন্ধকার ","অবিচার করা","জুলুম","নির্যাতন","অবিচার", সীমালংঘন ইত্যাদি। 'জুলুম' শব্দটি ২০ বার এবং'জালেম' শব্দটি ১২৯ বার এসেছে।

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

১।নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম

সুরা ৩১ লুকমান,আয়াতঃ ১৩

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشۡرِكۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ

الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡمٌ ﴿۱۳﴾

স্মরণ কর, যখন লুক্‌মান উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র কোন শরীক করিও না। নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম জুলুম।'

২।যাহারা ইয়াতীমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষন করে'

সুরা ৪ নিসা,আয়াতঃ ১০

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তাহারা অচিরেই দোজখের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিবে।

৩। মন্দকথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যাহার উপর জুলুম করা হয়েছে সে ব্যতীত।

সুরা ৪ নিসা, আয়াত ১৪৮

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৪। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্নয় করিতে পারিবে না।মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম অকৃতজ্ঞ।

সুরা ১৪ ইব্রাহিম,আয়াতঃ৩৪

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে। তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ।

৫।তোমাদের কি হইল যে , তোমরা যুদ্ধ করিবেনা আল্লাহর পথে , এবং অসহায় নারী ও শিশুগনের জন্য , যাহারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক, এই জনপদ যাহার অধিবাসী জালিম, উহা হইতে আমাদেরকে অন্যত্র লইয়া যাও।

সুরা ৪ নিসা,আয়াতঃ ৭৫

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ
الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ
هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّ
اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

তোমাদের কী হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ-যাহার অধিবাসী জালিম, উহা হইতে আমাদেরকে অন্যত্র লইয়া যাও; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর।'

৬। যাহারা তওবা না করে তাহারাই জালিম।

সুরা ৪৯ হুজরাত,আয়াতঃ ১১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ
وَ لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ
الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

হে মু'মিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না ; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যাহারা তওবা না করে তাহারাই জালিম।

৭।ফির'আওন স্ত্রী প্রার্থনা করিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক,তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মান করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফির'আওন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে।

সুরা ৬৬ তাহরীম, আয়াতঃ১১

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ
ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَ
نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾

আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দিতেছেন ফির'আওন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল : 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরা'আওন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে।'

৮।জালিম ব্যাক্তি সেই দিন(বিচারের দিন)নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিত বলিবে,হায় আমি যদি রসুলের সংগে সৎপথ অবলম্বন করিতাম।

সুরা ২৫ফুরকান, আয়াতঃ২৭

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾

জালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করিতাম!

৯। অতঃপর সে (ইউনুস আঃ)অন্ধকার(মাছের পেটে)হইতে আহ্বান করিয়াছিলঃ তুমি ব্যাতীত কোন ইলাহ নাই; তুমি পবিত্র,মহান,আমি সীমালংঘনকারী(জালিম)।

সুরা ২১ আম্বিয়া, আয়াতঃ৮৭

وَ ذَاالنُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي

الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

এবং স্মরণ কর যুন্-নূন-এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল আমি তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করিব না। অতঃপর সে অন্ধকার হইতে আহ্বান করিয়াছিল : 'তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই ; তুমি পবিত্র, মহান ! আমি তো সীমালংঘনকারী।'

১০।[রসুল(দঃ) বলা হচ্ছে],তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন অথবা তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন-এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা তো জালিম।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১২৮

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ

ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন অথবা তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন-এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই ; কারণ তাহারা তো জালিম।

১১।জালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ১৯২

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ

اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক! কাহাকেও তুমি দোজখে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে তো তুমি নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত করিলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই;

১২।(বিচারের দিন শয়তান বলিবে) তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিলে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি, জালিমদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

সুরা ইব্রাহীম, আয়াতঃ ২২

وَ قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ
وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ
قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

যখন বিচারকার্য সম্পন্ন হইবে তখন শয়তান বলিবে, 'আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না, তোমরা নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্র শরীক করিয়াছিলে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি, জালিমদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

১৩।সেই ব্যর্থ হইবে ,যে (বিচারের দিন) জুলুমের ভার বহন করিবে।

সুরা ২০ ত্ব - হা,আয়াতঃ ১১১

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের নিকট সকলেই হইবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে জুলুমের ভার বহন করিবে।

১৪।কাফিররা বলে ইহা (কুরআন) মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়।এই রূপে উহারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।

সুরা ২৫ ফুরকান, আয়াতঃ৪

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۚ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾

কাফিররা বলে, 'ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়, সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে।' এইরূপে উহারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে।

১৫।(জুলুম) সীমালংঘন করার পর কেহ তওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে অবশ্যই আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করিবেন।

সুরা ৫ মায়িদা , আয়াতঃ৩৯

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

কিন্তু সীমালংঘন করার পর কেহ তওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করিবেন; আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

জুলুম সংক্রান্ত হাদীস

১।মজলুমের বদ-দোয়াকে ভয় করা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা।

ইবনু আব্বাস(রাঃ) হতে বর্নিত , রসুল(দঃ) মু'আয(রাঃ)কে ইয়েমেনে পাঠান এবং তাকে বলেন,মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা তার ফরিয়াদ ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।(বুখারী ২৪৪৮)

২। জুলুম কেয়ামতের দিন গাড় অন্ধকার রুপ ধারণ করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর(রাঃ)থেকে বর্নিত,রসুল(দঃ) বলেছেনঃ জুলুম কেয়ামতের দিন গাড় অন্ধকার রূপ ধারণ করবে।(বুখারী২৪৪৭)

৩।অত্যাচারিতকে সাহায্য করা।

বাবা ইবনে আযিব(রাঃ)থেকে বর্নিত,তিনি বলেন রসুল(সঃ) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি উল্লেখ করলেন,১।অসুস্থদের খোঁজ খবর নেওয়া,২। জানাজায় পিছে পিছে যাওয়া,৩। হাচির জবাবে "ইয়ারহামুকুল্লাহ" বলা,৪।সালামের উত্তর দেওয়া,৫।অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ৬।আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দেয়া, ৭। কসমকারীর দায়িত্ব মুক্ত করা।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা নিজেরা কারো প্রতি জুলুম না করি। জুলুম দেখলে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদেরকে সমস্ত অন্যায় , জুলুম থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....